১৯৪৭ - ১৯৭১

সিদ্ধার্থ শংকর দাশ

ভাষা আন্দোলন

- পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০ % মানুষের মাতৃভাষা ছিল - বাংলা।
- ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে দেয় – বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আদর্শ। (প্রা. স. শি. ২০১৯)

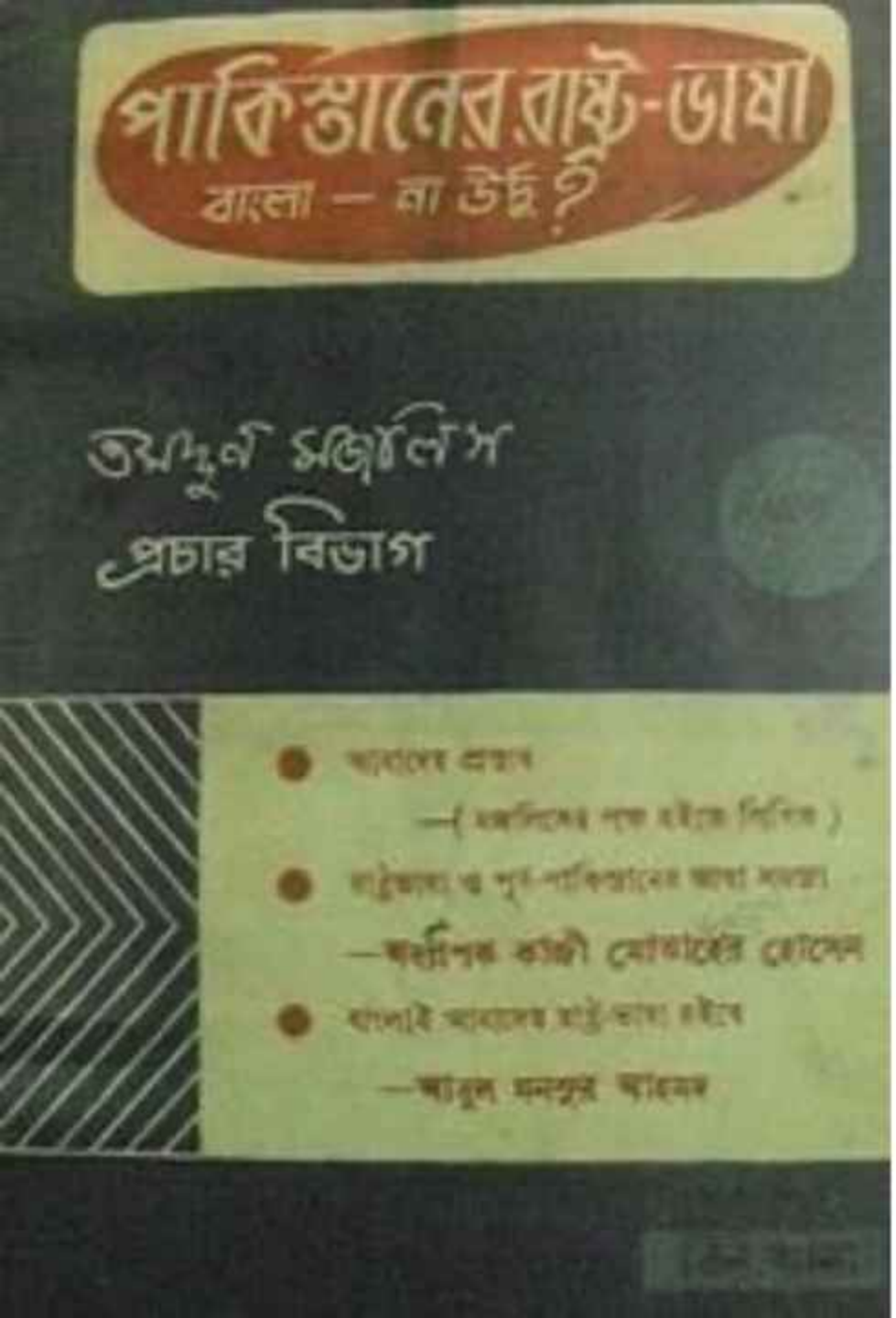

তমদ্দুন মজলিস

ভাষার দাবিতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন

প্রতিষ্ঠা - ১/২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাশেম

"পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" -পুস্তিকাটি প্রকাশ করে: তমুদ্দন মজলিশ।

লেখক: ৩ জন। অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদ।

ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র/ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক সৈনিক, (১৯৪৮)

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: শাহেদ আলী

সৈনিক

দিকে দিকে আওয়াজ তুলুন : ভাষার লড়াইয়ে আটক বন্দীদের মুক্তি চাই

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ: ১ অক্টো, ১৯৪৭ (১ম পর্যায়)

আহবায়ক: নুরুল হক ভূঁইয়া

পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে সরকারি কাজে ব্যবহারের প্রস্তাব

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে **কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত** পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও সরকারি কাজে ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।

২রা মার্চ ১৯৪৮ (২য় পর্যায়)

শামসুল আলম কে আহবায়ক করে সর্বদলীয়
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হয়।
(২য় বারের মতো)

১১ মার্চ ১৯৪৮

- রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নতুন কমিটির আহবানে ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়। শামসুল হক, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব সহ অনেকেই গ্রেফতার হোন।
- বাংলা ভাষা দাবি দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- পরবর্তীতে ১৯৪৯, ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে এই দিনটি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

২১ শে মার্চ ১৯৪৮

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এদিন রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ভাষণে বলেন, “উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।”

২৪ মার্চ ১৯৪৮

ঢাকায় কার্জন হলে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন।

১৯৪৮ সালের ২৭শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন।

পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য সম্মেলন

- ১৯৪৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর এবং ১ জানুয়ারি ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন আয়োজন করা হয়।
- **সভাপতি: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ**

পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি

- ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলা সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে (পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি) গঠন করে। মওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। কমিটি আরবি হরফে বাংলা ভাষা প্রচলনের বিপক্ষে মত দেয়।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিকে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন

লিয়াকত আলী

ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিকে ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলায়

মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন

খাজা

নাজিমুদ্দিন

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন

১৯৫২

নুরুল আমিন

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (প্রা. স. শি. ২০১০)

খাজা নাজিমুদ্দিন

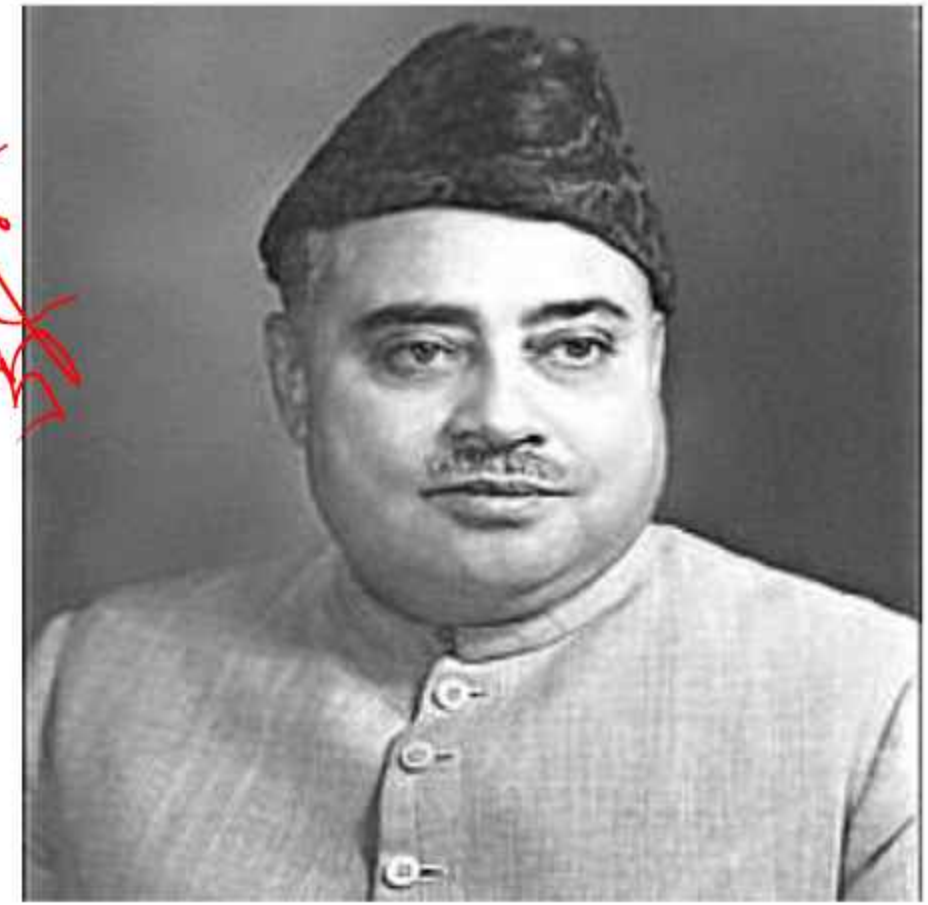

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

- ১১ মার্চ ১৯৫০
- আহ্বায়ক: আবদুল মতিন

ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন

জন্ম ঃ ০৩ ডিসেম্বর ১৯২৬
মৃত্যু ঃ ০৮ অক্টোবর ২০১৪

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক আব্দুল মতিন। ১৯৫২ সালের 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে নেতৃত্বের ভূমিকা রাখেন। গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের পর খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের অধিকারের পক্ষে আমৃত্যু তিনি পাশে থেকেছেন। আমাদের কাছে তিনি 'ভাষা মতিন' নামে বেশি পরিচিত। ২০১৪ সালে ৮ অক্টোবর তিনি মারা যান। মৃত্যুর পরে তাঁর দেহখানিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। ভাষা আন্দোলনের মাসে আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে থাকে। এ সময় জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান উভয়েই পরলোকগত।

লিয়াকত আলী খানের জায়গায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দীন। রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থারও অবনতি ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা হারাতে থাকে।

২৭ জানুয়ারি’৫২

খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন, “উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।”

এরপরই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ঢাকার ছাত্রসমাজ। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ২৯ এবং ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ৩০ জানুয়ারির এক সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৩১ জানুয়ারি ১৯৫২

কাজী গোলাম মাহবুব কে আহবায়ক করে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (কর্মীপরিষদ) গড়ে তোলা হয়।

সভায় সভাপতি: মাওলানা ভাসানী

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে গঠিত সংগ্রাম পরিষদ বা কমিটি

- রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ: ১ অক্টো, ১৯৪৭ - নুরুল হক ভূঁইয়া
- রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (দ্বিতীয়বারের মতো গঠিত): ২ মার্চ, ১৯৪৮ - শামসুল আলম

- পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি: ৯ মার্চ, ১৯৪৯
  - মওলানা আকরাম খাঁ (সভাপতি)
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বা কমিটি: ১২ মার্চ, ১৯৫০
  - আবদুল মতিন (আহবায়ক)
- সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বা কমিটি: ৩১ জানু, ১৯৫২
  - কাজী গোলাম মাহবুব (আহবায়ক)

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

- নুরুল আমিন সরকার পূর্ব বাংলায় ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে।
- আওয়ামী মুসলিম লীগের কার্যালয়ে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের' বৈঠক বসে। ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে কিনা এ প্রশ্নে সভায় দ্বিমত দেখা দেয় তবে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সঙ্কল্পে অটুট থাকে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার, ৮ই ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ। (প্রা. স. শি. ২০১৮)

সকাল ১১ টায় ঢাবির আমতলায় (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে) ছাত্রনেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে যে ঐতিহাসিক সভা শুরু হয় সেখানে ছাত্রনেতা আব্দুল মতিনের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ১০ জন করে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রজনতা ১০ জন করে বিক্ষোভ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

শহিদ হয় রফিক, জব্বার, বরকত .... সহ অনেকে।

ঢাকায় শোক র‍্যালিতে ও গণবিক্ষোভে শফিউর রহমান শহিদ হন।

২২ ফেব্রুয়ারি

১৯৫২

এছাড়া আব্দুল আউয়াল (রিক্সাচালক), অহিউল্লাহ (শিশু শ্রমিক), অজ্ঞাত বালক আব্দুর রহিম/আখতারুজ্জামান ভাষা আন্দোলনে শহিদ হন।

ভাষা শহিদদের সবার সমাধি আজিমপুর কবরস্থানে।

রফিক, বরকত, জব্বার, সালাম এবং শফিউরকে ২০০০ সালে মরণোত্তর একুশে পদক দেয়া হয়।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ কে?

রফিক

ভাষা আন্দোলনে সর্বশেষ শহিদ

- আবদুস সালাম
- মারা যান ৭ এপ্রিল

সবচেয়ে কম বয়সী ভাষা শহিদ

অহিউল্ল্যাহ

(৯/১০ বছর)

আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগকারী প্রথম সদস্য

- একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যপদ থেকে প্রথম পদত্যাগ করেন দৈনিক আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

একুশে ফেব্রুয়ারি রাতেই রাজশাহী কলেজ চত্বরে নির্মিত

প্রথম শহিদ মিনার:

শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ

২৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশ এটি গুড়িয়ে দেয়।

ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)

- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে
- উচ্চতা: ১০ ফুট
- ডিজাইনার: ডা. বদরুল আলম / সাঈদ হায়দার

২৪ শে ফেব্রুয়ারি

শফিউর এর পিতা মাহবুবুর রহমান ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন (অনানুষ্ঠানিক)

২৬ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ওই দিনই পুলিশ ও সেনাবাহিনী মেডিকেলের আবাসিক হোস্টেল অবরুদ্ধ করে শহীদ মিনারটি গুঁড়িয়ে দেয়।

পরবর্তীতে ঢাকায় কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় কর্মপরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৫৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের সঙ্গে প্রশাসনের একটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস পালিত হয়।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

- ১৯৫৭ সালে সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণের কাজ শুরু হয়।
- ১৯৬৩ সালে শহিদ মিনার নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ বরকতের মা হাসিনা বিবি শহিদ মিনারটির উদ্বোধন করেন (প্রা. স. শি. ২০০৯)
- হামিদুর রহমান ও নভেরা আহমেদ: বর্তমান শহিদ মিনারের ডিজাইনার (প্রা. স. শি. ২০০৬)

দেশের সর্বোচ্চ শহিদ মিনার (৭১ ফুট)

- অবস্থান: জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
- স্থপতি: রবিউল হোসাইন

অমর একুশ

- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- স্থপতি: জাহানারা পারভীন।

স্মৃতির মিনার

- স্থপতি: হামিদুজ্জামান
- অবস্থান: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোদের গরব

- স্থপতি: অখিল পাল
- অবস্থান: বাংলা একাডেমি চত্বর

জননী ও গর্বিত

বর্ণমালা

(পরিবাগ, ঢাকা)

মৃণাল হক

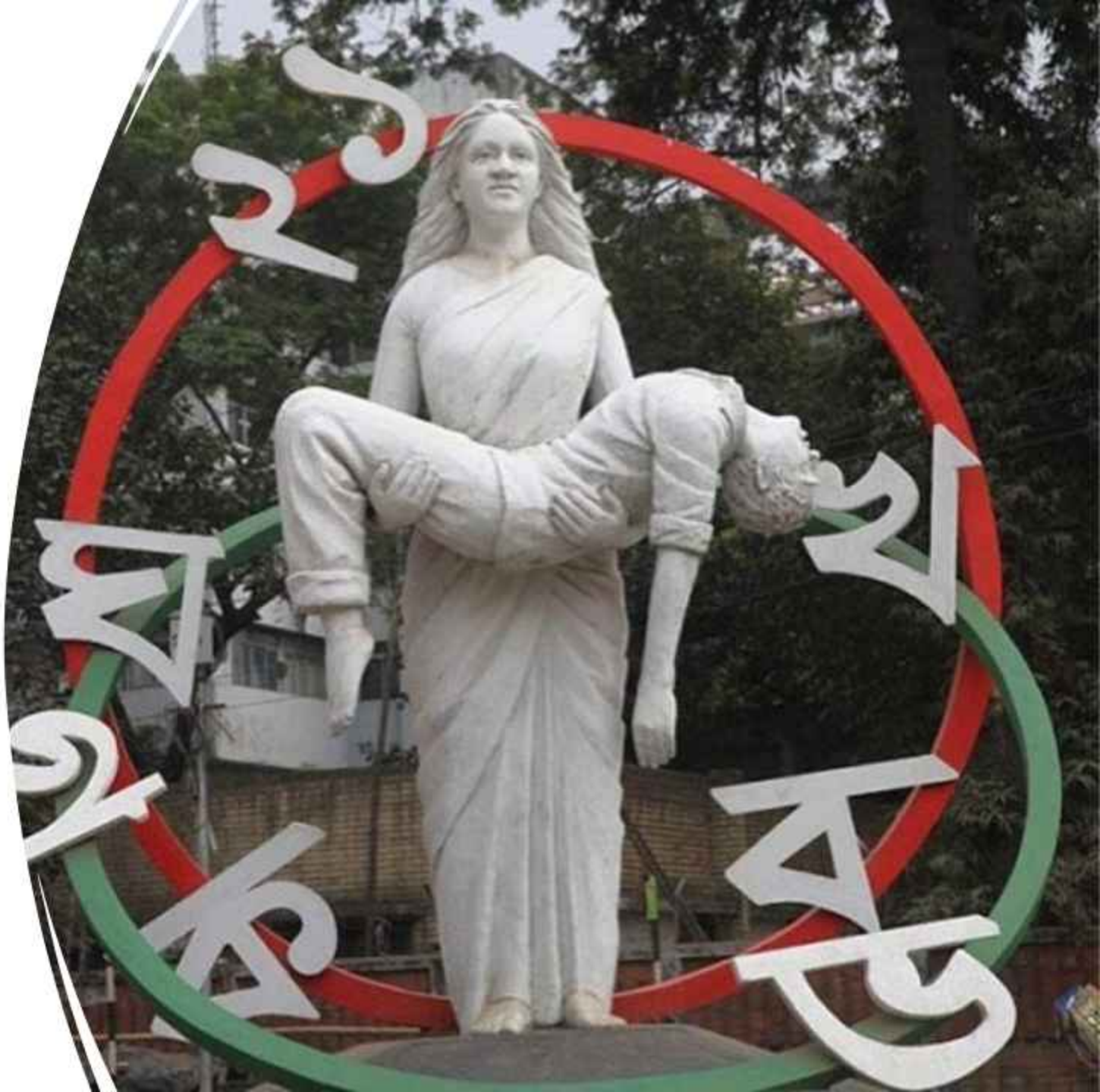

দেশের বাহিরে শহিদ মিনার

ওল্ডহ্যাম, যুক্তরাজ্য (বিদেশে প্রথম শহিদ মিনার, ১৯৯৭)

ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্ক (জাপান)

সরকারের অর্থায়নে দেশের বাইরে প্রথম নির্মিত শহিদ মিনার

ওমান (মুসলিম বিশ্বে প্রথম শহিদ মিনার)

Sultan Qaboos University, Oman

একুশে জাদুঘর: বাংলা একাডেমীর বর্ধমান হাউজের ২য় তলায় | ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ উদ্বোধন

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র

জহির রায়হান

- জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০)
- Let there be light (প্রামাণ্য চিত্র - ১৯৭০)

- ভাষা আন্দোলনের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রগুলোর মধ্যে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত রফিক উদ্দিন আহমেদ পরিচালিত হৃদয়ে একুশ, শবনম ফেরদৌসী নির্মিত ভাষা জয়িতা, রোকেয়া প্রাচীর বায়ান্ন'র মিছিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নিবেদিত
ফাগুন হাওয়ায়
in spring breeze
ছিট্টু রহমানের ছোট গল্প কউ কথা কও-এর অনুপ্রেরণায়
সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা তৌকীর আহমেদ
OFFICIAL TRAILER

বাঙলা (২০০৬)

পরিচালনা: শহীদুল আলম খোকন

অভিনয়ে: শাবনূর, হুমায়ুন ফরীদি, মাহফুজ আহমেদ প্রমুখ।

৯ মে ১৯৫৪ (যুক্তফ্রন্ট সরকার)

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে
বাংলা একাডেমি গড়ে ওঠে

২৬ ফেব্রুয়ারি'৫৬

পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি স্থান দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাশ হয়।

১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে ২১৪(১) নং অনুচ্ছেদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং পূর্ববাংলা নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়।

বাংলা একাডেমি

- ভাষা আন্দোলনের ফলে গঠিত প্রথম প্রতিষ্ঠান,
- **মূল উদ্যোক্তা: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ**
- প্রতিষ্ঠা: **৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫** বা ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ [১৯৫৪ সালে বাংলা একাডেমি গঠনের প্রস্তাব পাস করে- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা]
- মূল মিলনায়তনের নাম: আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তন

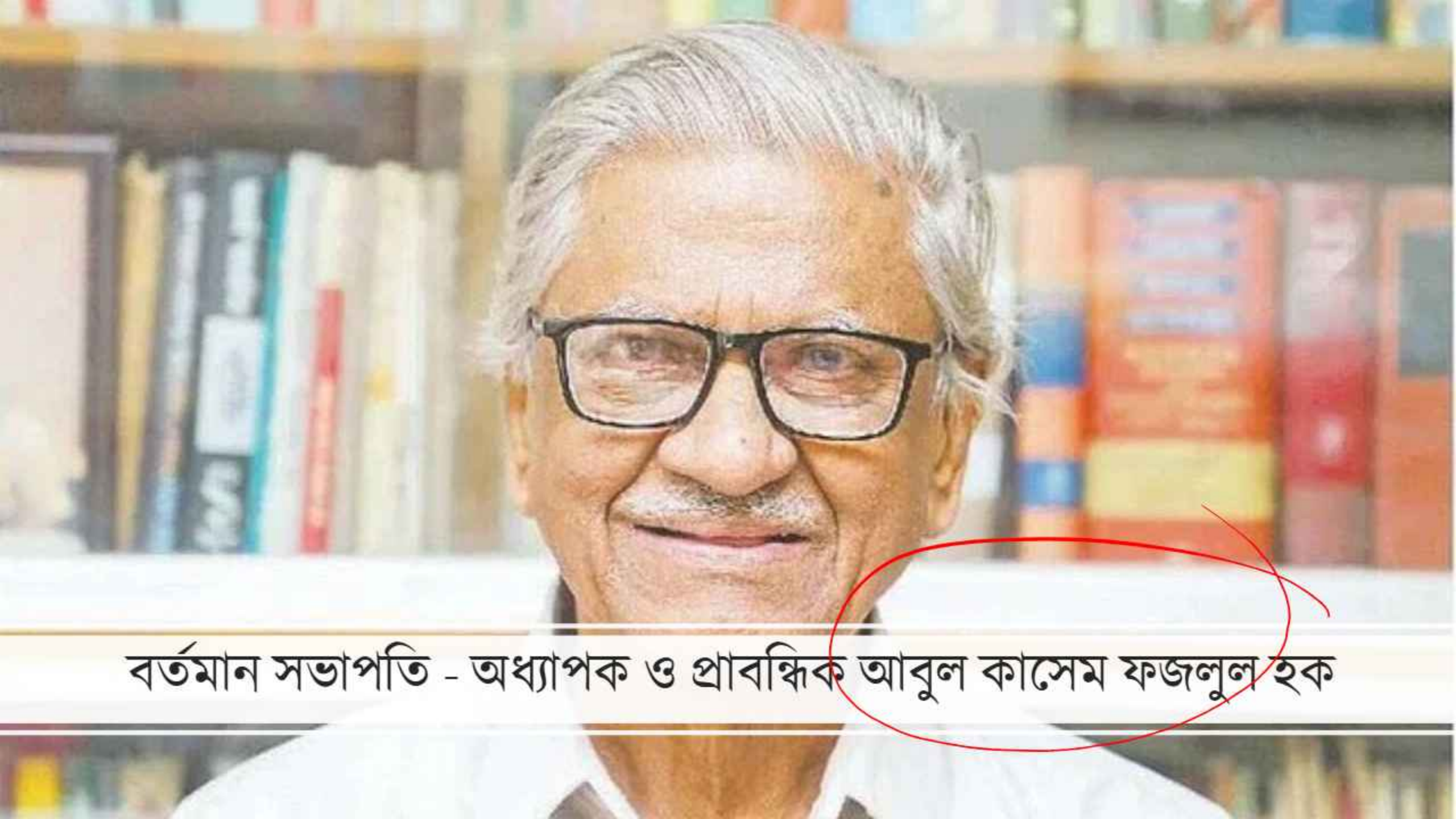

বর্তমান সভাপতি - অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক আবুল কাসেম ফজলুল হক

বর্তমান মহাপরিচালক – ড. মোহাম্মদ আজম

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

৮টি

ত্রৈমাসিক

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রিকা

সৃজনশীল মাসিক

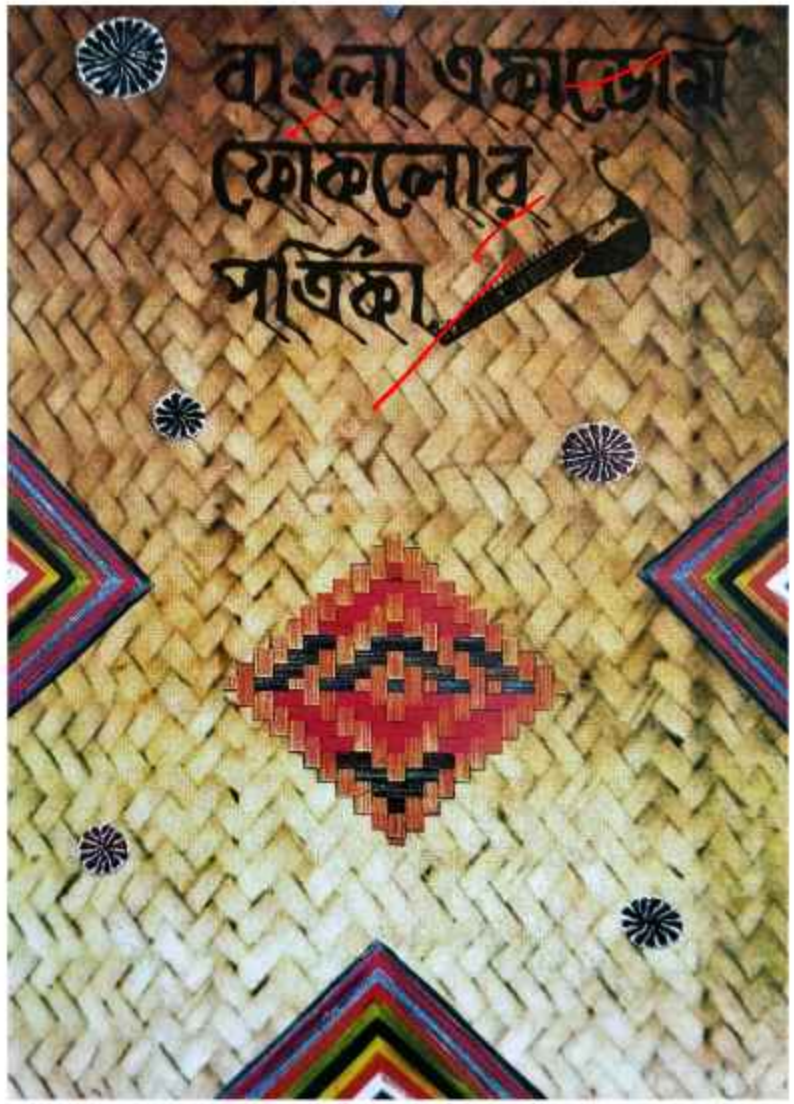
বাংলা একাডেমি
ফোকলোর
পত্রিকা

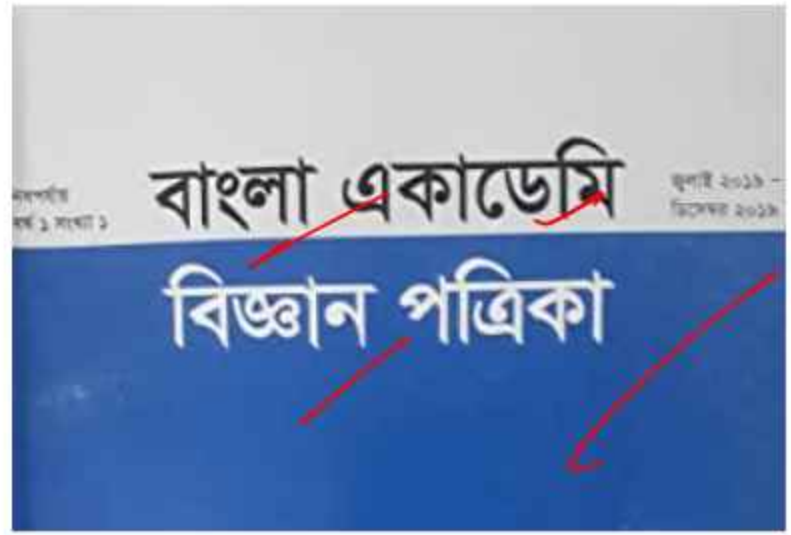
বাংলা একাডেমি
বিজ্ঞান পত্রিকা

THE
BANGLA
ACADEMY
JOURNAL
a half-yearly literary journal

ষান্মাসিক

অমর একুশে বইমেলা

- আয়োজক – বাংলা একাডেমী
- প্রতিষ্ঠাতা – চিত্তরঞ্জন সাহা (১৯৭২ সালে)
- নামকরণ – ১৯৮৪ সালে (অমর একুশে বইমেলা)

ভাষা আন্দোলন ও জাতিসংঘ

২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার এ বসবাসরত Mother Language Lover of the World নামের একটি বহুভাষী ও বহুজাতিক ভাষাপ্রেমী গ্রুপ ১৯৯৮ সালের ২৮ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে আবেদনপত্র পেশ করেন।

১৭ নভেম্বর ১৯৯৯

ইউনেস্কোর ৩০ তম সম্মেলনে প্যারিস অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয় যেন একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়।

২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী ১৮৮
টি দেশ সর্বপ্রথম দিনটি
পালন করে

২০০২

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ইউনেস্কোর ঘোষণা স্বীকৃতি পায়

২০০৩ সালে

UNESCO কে

একুশে পদক দান

জাতিসংঘের ৬৩ তম সম্মেলনে

জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে

ঘোষণা করে

৫ ডিসেম্বর, ২০০৮

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট: সেগুনবাগিচা, ঢাকা (২০১০)

বাংলাকে জীবনের
সর্বস্তরে ব্যবহারের
জন্য আইন পাশ

১৯৮৭

একুশে পদক - ২০২৫

বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও দলকে (মোট ১৮ জন) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'একুশে পদক-২০২৫' পদকপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ৩৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, একটি সম্মাননাপত্র ও ৪ লাখ টাকার চেক দেওয়া হয়।

- চলচ্চিত্রে আজিজুর রহমান (মরণোত্তর),
- সংগীতে ওস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া (মরণোত্তর) ও ফেরদৌস আরা,
- গবেষণায় মঈদুল হাসান,
- শিক্ষায় ড. নিয়াজ জামান,
- আলোকচিত্রে নাসির আলী মামুন ও
- চিত্রকলায় রোকেয়া সুলতানা,
- সাংবাদিকতায় মাহফুজ উল্লাহ (মরণোত্তর),

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মেহদী হাসান খান (দলনেতা), রিফাত নবী (দলগত), মো. তানবিন ইসলাম সিয়াম (দলগত) ও শাবাব মুস্তাফা (দলগত)
- সমাজসেবায় মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী (মরণোত্তর),
- সাংবাদিকতা ও মানবাধিকারে মাহমুদুর রহমান,
- ভাষা ও সাহিত্যে হেলাল হাফিজ (মরণোত্তর) ও শহীদুল জহির (মো. শহিদুল হক) (মরণোত্তর),
- সংস্কৃতি ও শিক্ষায় ড. শহিদুল আলম
- ক্রীড়ায় বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল

ভাষা হোক উন্মুক্ত...

Recap

চলেন একটু পেছনে যায়

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান হওয়ার পরে ঢাকায় মুসলিম লীগের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন মাওলানা আকরাম খান এবং খাজা নাজিমুদ্দিন।

সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশেম নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অনুসারী যে প্রোগ্রেসিভ (উদারপন্থী) নেতারা ছিলেন, তারা তখন সেখানে নিজেদের অবহেলিত মনে করছিলেন। তখন তারা **মোঘলটুলিতে ১৫০ নম্বর বাড়িতে** একটি কর্মী শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তারা একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার কথা চিন্তা করছিলেন। কলকাতা থেকে এসে শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সাথে যুক্ত হন।

কিন্তু সভা করার জন্য কোন অডিটোরিয়াম পাওয়া যাচ্ছিলো না। **তখন কে এম দাস লেনের কাজী হুমায়ুন রশীদ তার মালিকানাধীন রোজ গার্ডেনে** সভা করার আহবান জানান।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (২৩ জুন ১৯৪৯)

- সভাপতি: মওলানা ভাসানী
- সহ-সভাপতি: আতাউর রহমান খান
- সাধারণ সম্পাদক: শামসুল হক
- ট্রেজারার: ইয়ার মোহাম্মদ খান
- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: শেখ মুজিবুর রহমান

সেই সঙ্গে পুরো পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সংগঠনের নাম রাখা হয় **'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ', যার সভাপতি হন হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী।**

যুক্তফ্রন্ট

নির্বাচন: ১৯৫৪

যুক্তফ্রন্ট

- যুক্তফ্রন্ট: ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর জোট
- যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোক্তা: আওয়ামী মুসলিম লীগ
- গঠনের সিদ্ধান্ত: ১৪ নভেম্বর ১৯৫৩ (আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে)
- গঠনকারী: শেরে বাংলা, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী
- নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩

মোট দল পাঁচটি

- আওয়ামী মুসলিম লীগ: মাওলানা ভাসানী
- কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি: শেরে বাংলা একে ফজলুল হক
- নেজামে ইসলামী: মাওলানা আতাহার আলী
- বামপন্থী গণতন্ত্রী দল: হাজী দানেশ
- খেলাফতে রাব্বানি: আবুল হাশিম

২১ দফা কর্মসূচি (প্রা. স. শি. ২০১২)

প্রণেতা: আবুল মনসুর আহমদ

প্রথম দফা : বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

ভাষা সংক্রান্ত দফা: ৫ টি (১, ১০, ১৬, ১৭, ১৮)

গুরুত্বপূর্ণ দফা

- দফা-০১: বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি
- দফা-০৯: দেশের সর্বত্র একযোগে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন।
- দফা-১৭: ৫২-এর ভাষা শহীদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ।

১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ ৫ দিনব্যাপী নির্বাচন

পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের সর্বমোট আসন: ৩০৯

মুসলিম আসন: ২৩৭ টি (লাভ করে ২২৩)

অমুসলিম আসন: ৭২ টি (১৩টি)

মোট লাভ করে: ২৩৬ টি আসন।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন

(গঠনকালীন সদস্য- ৪ জন, পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্য: ১৪ জন)

মেয়াদ – ৫৬ দিন

- মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র ও সংস্থাপন মন্ত্রী: শেরে বাংলা একে ফজলুল হক (প্রা. স. শি. ২০০৯)
- কৃষি ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী: শেখ মুজিবুর রহমান (সর্বকনিষ্ঠ)
- অর্থমন্ত্রী: আবু হোসেন সরকার
- খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ: আতাউর রহমান খান
- জনস্বাস্থ্য: আবুল মনসুর আহমদ
- কৃষি, বন ও পাট: ইউসুফ আলী চৌধুরী

ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে “শহিদ দিবস” ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং 'বাংলা একাডেমি' করার প্রস্তাব গ্রহণ অনুমোদন করে।

১৯৫৪ সালের ৩০ মে

গভর্নর গোলাম মোহাম্মদ যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিলে পরবর্তীতে কেন্দ্রের শাসন জারি হয়।

আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ

মওলানা ভাসানী দলকে অসাম্প্রদায়িক করতে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য জোর দিচ্ছিলেন, কিন্তু হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী চাইছিলেন যে মুসলিম শব্দটি থাকুন। কারণ তার ভয় ছিল, এটা বাদ হলে পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা কমে যাবে।